সংবাদ

তারিখ 22 MAY 2010
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

ঢাকা : শনিবার ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭
Dhaka : Saturday 22 May 2010

সম্পাদকীয়

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু শ্রেণী

খবরে প্রকাশ, আগামী জুলাই মাস থেকে দেশের সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 'চালু' হচ্ছে শিশু শ্রেণী। এ শ্রেণীতে এক বছর পড়ার পর শিশুরা প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। এজন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে 'প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু প্রকল্প' নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের মোট ৩৭ হাজার ৬৭২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু শ্রেণী চালু করতে সরকারের ব্যয় হবে ৩১০ কোটি টাকা। ১৯৯৮ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু শ্রেণী চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। এ জন্য একটি সহায়ক বই প্রণয়ন করেও স্কুলে স্কুলে বিতরণ করা হয়েছিল, তবে নানা কারণে প্রকল্পটি আলোর মুখ দেখেনি। তবে বর্তমান সরকারের আমলে প্রণীত নতুন শিক্ষানীতির অংশ হিসেবে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু শ্রেণীর প্রস্তাব থাকায় এবার শিশু শ্রেণী চালু করার প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে।

শিশু শ্রেণীতে ৫ বছর বয়সী শিশুরাই কেবল ভর্তি হতে পারবে। ৬ বছর বয়স হলে তারা প্রথম শ্রেণীতে 'উত্তীর্ণ' হবে। নতুন প্রকল্পের আওতায় শিশুদের স্কুল থেকে 'আমার বই', 'অনুশীলন বই ও পোস্টার মুদ্রণ প্যাকেট' এবং খেলাধুলা সামগ্রী দেয়া হবে। ক্লাস শেষে আবার তা ফেরত নেয়া হবে। শিশুরা এসব জিনিস বাড়িতে নিতে পারবে না। শিশু শ্রেণী পরিচালনার জন্য প্রতিটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ জন করে মোট ৩৭ হাজার ৬৭২ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। এসব শিক্ষককে একটি করে 'শিক্ষক সহায়িকা গাইড' এবং তিন মাসের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। প্রকল্পের টাকা থেকেই শিশুদের জন্য খেলনা, শিশুদের বই কেনা, ভবন ইত্যাদি পাহারা দেয়ার জন্য একজন করে নৈশপ্রহরী নিয়োগ দেয়া হবে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, শিশুদের ওপর বিদ্যার বোঝা চাপানো হবে না। দেশের বেসরকারি কিন্ডার গার্টেন, স্কুলগুলোতে এতদিন নার্সারি বা প্লে-গ্রুপ নামে শিশু শ্রেণী চালু থাকলেও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তা ছিল না। কিন্ডার গার্টেনগুলোর কল্যাণে শহরাঞ্চলের শিশুরা আচার-আচরণ, শিখন দক্ষতা ও সৃজনশীলতায় পটু হয়ে উঠছে, গ্রামাঞ্চলের সাধারণ ছেলে-মেয়েরা এ সুযোগ না পাওয়ার ফলে তারা প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছে। শহর ও গ্রামাঞ্চলের শিশুদের মধ্যে সমতা আনার লক্ষ্য নিয়েই সরকার এ উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানালেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব আবু আলম মোহাম্মদ শহীদ খান।

সরকারি প্রাইমারি স্কুলে শিশু শ্রেণী চালু করার উদ্যোগ পুনরায় নেয়ার জন্য আমরা সরকারকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা আশা করব, সরকার এবার আটঘাট বেঁধেই নামছে। এ প্রসঙ্গে আমরা কিছু প্রশ্ন রাখছি। এক, জুলাই মাস থেকে প্রকল্পটি চালু করা হলেও জুলাই মাসে শিশু শ্রেণীতে ভর্তি করা হবে না, কেননা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাবর্ষ শুরু হয় জানুয়ারি থেকে। দুই, শিশু শ্রেণীর জন্য ৩৭ হাজার ৬৭২ জন শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার জন্য অনেক সময়ের দরকার। তাদের তিন মাসের প্রশিক্ষণ, নৈশপ্রহরী নিয়োগ ইত্যাদি আগামী শিক্ষাবর্ষের আগে সম্পন্ন করতে হলে যে ধরনের তৎপরতা প্রয়োজন তার ক্ষমতা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আছে কি-না। তিন, এ কাজে অর্থ প্রাপ্তি আগামী বাজেটের আগে হবে না। অন্যদিকে, এসব নিয়োগ প্রক্রিয়া রাজস্ব খাতেই হওয়া উচিত। তা না হলে ভবিষ্যতে জটিলতা সৃষ্টি হবে। চার, শিশু শ্রেণীর জন্য শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে স্থানীয় মহিলাদের প্রাধান্য দেয়াটাই শ্রেয়। কেননা শিশুদের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে মহিলারাই তুলনামূলকভাবে দক্ষ। শিশু শ্রেণীর জন্য শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার চেয়ে অন্য বিষয়ের দক্ষতাকে প্রাধান্য দিতে হবে। পাঁচ, এ নিয়োগের ব্যাপারে দুর্নীতি এবং এমপিদের হস্তক্ষেপ না হলেই ভাল হবে। সব মিলিয়ে আমরা আশা করব, মন্ত্রণালয় ঠিকমতো তৎপর হলে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু শ্রেণী চালু করা সম্ভব হতে পারে। কোন অজুহাতে কোন প্রাইমারি স্কুল যেন বাদ না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।